সংবাদ
08 DEC 2005

এইচএসসি ভোকেশনাল প্রকল্প

৭৫ কোটি টাকা খরচ করেও লক্ষ্য অর্জিত হয়নি

হাবিবুর রহমান স্বপন, পাবনা

দেশের ৬৪টি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে চালু হওয়া এইচএসসি ভোকেশনাল বা কর্মমুখী শিক্ষা প্রকল্প ভেঙে যেতে বসেছে। দক্ষ শিক্ষক, সুষ্ঠু প্রশাসন ও কার্যকর পাঠ্যসূচির অভাবে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা খরচের পরও এ প্রকল্প কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। দিন দিন কমছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। কমছে :(পৃ: ১১ ক: ৩)

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সরকার কর্মমুখী শিক্ষা তথা দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের ৫১টি ভিটিআইতে ২ বছর মেয়াদি ট্রেড কোর্সের সঙ্গে এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্স চালুর প্রকল্প হাতে নেয়। ১৯৯৭ সালে শুরু হওয়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ১৩টি নতুন ভিটিআই স্থাপন ও বিদ্যমান রাজস্ব খাতের ৬৩৭ জন কর্মকর্তা ও শিক্ষক নিয়ে কাজ শুরু হয়।

প্রকল্পটিতে জনবল নিয়োগে প্রচলিত সরকারি আইন না মেনে একটি মহল বিশেষ উদ্দেশ্যে লোকবল নিয়োগ করায় প্রশাসনিক সঙ্কটে শিক্ষা কার্যক্রমে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের প্রভাষক, সহকারী প্রভাষক, সহযোগী অধ্যাপকের সমমানের প্রকল্পটিতে ইন্সট্রাক্টর, চিফ ইন্সট্রাক্টর অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি করা হলেও এসব পদের যোগ্যতা ধরা হয় ইন্টারমেডিয়েট (এইচএসসি) সমতুল্য ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস। এ পদে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

এইচএসসি ভোকেশনাল শুরুর পর থেকেই শিক্ষার্থীর অভাবে শিক্ষাক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০৪-০৫ সেশন পর্যন্ত একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আসন মোট ২৫ হাজার ৭১৬টি হলেও ভর্তি হয়েছে মাত্র ৫ হাজার ৬৫২ জন। গত ৮ বছরে শিক্ষা কার্যক্রমটি ভর্তির গড় হার মাত্র ২২ ভাগ। চলতি ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে ২০ ভাগ আসনও পূরণ হয়নি। কোন কোন ট্রেডে ২/১ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। ১৯৯৯-০৫ পর্যন্ত বিগত ৭ বছরে এইচএসসি ভোকেশনাল বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৫ হাজার ৬২৫ জন। পাস করেছে মাত্র ১ হাজার ৮৯৫ জন। পাসের হার ৩৩ দশমিক ৬ শতাংশ, ২০০৫ সালে ৬৪টি প্রতিষ্ঠানের ২৭৯টি ট্রেডের মধ্যে ২১৬টি ট্রেডে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ১ হাজার ৭০১ জন। অবশিষ্ট ৬৩টি ট্রেডে কোন পরীক্ষার্থী নেই। প্রতি বছর এ শিক্ষা কার্যক্রমে যেভাবে ছাত্রছাত্রী হ্রাস পাচ্ছে আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে কোর্সটি ছাত্রছাত্রী শূন্য হয়ে পড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন।

ছাত্র সঙ্কটের কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে, এইচএসসি ভোকেশনাল পাসের পর ব্যবহারিক 'জব' না থাকা, আলাদা ওয়ার্কশপের অভাবে ব্যবহারিক ক্লাসের সুযোগ না থাকা, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলাসহ নানা কারণে শিক্ষা কার্যক্রমটি ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এইচএসসি বিজ্ঞান শাখার পদার্থ, রসায়ন ও গণিতে ৪০ ভাগ কোর্স কম থাকায় এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্স পাস করার পর বুয়েট বা অন্য প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রিতে ভর্তির সুযোগ না থাকায় বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা কোর্সটিতে ভর্তির আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্সটির ১৪০০ মার্কের মধ্যে সিকল নাম্বার মাত্র ২৫০, যা সব পাঠ্যসূচির ১৭ দশমিক ৮ ভাগ. এটিও এই কোর্সের অন্যতম দুর্বল দিক।

প্রকল্পটিতে এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে সাড়ে ৭৪ কোটি টাকা।